ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম

জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন মডিউল

মেয়াদ: ০১ দিন

পরিকল্পনা ও প্রকাশনা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষযক মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি সহায়তা

বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি)

আর্থিক সহায়তা

ইউএন উইমেন

সূচিপত্র

সহায়কের জন্য নির্দেশনা..০৫

ওরিয়েন্টেশন সূচি ০৬

প্রাক ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম...০৭

অধিবেশন - ১: বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা...০৯

অধিবেশন - ২জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স...১৪

অধিবেশন - ৩: নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা..১৮

অধিবেশন -৪: নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাসে রাষ্ট্রীয় দিক নির্দেশনা ২৬

অধিবেশন - ৫: জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স, প্রতিষ্ঠায় জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা

কমিটির করনীয়..৩৩

প্রশিক্ষনোত্তর কার্যক্রম...৩৯

ভূমিকা

ভৌগলিক অবস্থানগত কারনে বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকি প্রবণ। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে দেশটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকি প্রবন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এদেশের মানুষের দুর্যোগ মোকাবিলার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে দুর্যোগ মোকাবিলার অভিজ্ঞতা ও কৌশলগুলো অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সবচেয়ে বিপন্ন নারী। এবাস্তবতায় ২০৩০ সাল নাগাদ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় চাহিদাভিত্তিক বাস্তবসম্মত নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে এবং বাস্তবায়ন করছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হওয়ায় দুর্যোগে প্রাণহানির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব হয়েছে। এজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত এবং রোল মডেল।‘কাউকে পিছনে ফেলে নয়’ বৈশ্বিক এই মতাদর্শের সাথে একমত পোষণ করে একীভূত দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন এবং রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সমঅধিকারের বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কারনে উন্নয়নে নারী পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী। সে কারনেই নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও তুলনামূলকভাবে পুরুষের চেয়ে বেশি। নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি অন্যতম প্রধান কারন জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে দুযোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব।

নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা কমানোর লক্ষ্যে **জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ে** জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বাড়াতে এই মডিউলটি প্রনয়ন করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, **জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ে** সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাসে এই মডিউলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে।

মডিউল পরিচিতি

মডিউলের লক্ষ্য

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো ।

মডিউল ব্যবহারকারী

মহিলা বিষয়ক ও দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কর্মকর্তাগন

অংশগ্রহণকারী

জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সদস্যগন হবেন এই মডিউলের অংশগ্রহনকারী

মডিউলের বিষয়বস্তু

এই মডিউলে ওরিয়েন্টশন কোর্সের সূচনা কার্যক্রম এবং মূল্যায়ন ও সমাপনীসহ মোট ০৫ টি অধিবেশন আছে। অধিবেশনগুলোতে, বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি, জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স, নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা, নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাসে রাষ্ট্রীয় দিক নির্দেশনা এবং জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স প্রতিষ্ঠায় জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির করনীয় সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মডিউলটি ০১দিনে প্রয়োগযোগ্য এবং অধিবেশনগুলোর মোট স্থিতিকাল ধরা হয়েছে ০৪ঘন্টা। তবে স্থানীয় প্রয়োজনে এই সময়কাল বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে।

ওরিয়েন্টশন পদ্ধতি

ওরিয়েন্টশনের সময়কাল, অংশগ্রহণকারীদের ধরন, সম্ভাব্য ভেন্যু বিবেচনা করে কিছু কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে কোর্সটি পরিচালিত হবে।

পদ্ধতিসমূহ

- প্রশ্ন উত্তর
- ধারণা প্রকাশ
- বক্তৃতা-আলোচনা
- প্রদর্শন
- ছোট দলে আলোচনা
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- ঘটনা বিশ্লেষণ
- উন্মুক্ত আলোচনা

সহায়কের জন্য নির্দেশনা

- অধিবেশনের আলোচনা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই মডিউলটির সহায়তা নিন। আর সেই জন্য আগে থেকে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিন;
- মডিউলটির প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ভালমত পড়ুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন। যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা নিন;
- প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় উপকরণ, সময় এবং পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে;
- উল্লিখিত উপকরণ, সময় এবং পদ্ধতিসহ পাঠ পরিচালনার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী অধিবেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করুন। বাস্তবতাকে বিবেচনা করে প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করুন;
- অধিবেশন পরিচালনার আগে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হাতের কাছে গুছিয়ে রাখুন, যেন সময় মতো ব্যবহার করা যায়;
- অধিবেশন পরিচালনায় পাঠদান প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রশ্নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন এবং একটি প্রশ্নের আলোচনা শেষে আরেকটি প্রশ্ন করুন;
- দলীয় আলোচনার বিষয়বস্তু পরিষ্কার করে প্রতিটি দলকে বুঝিয়ে বলুন এবং দলীয় আলোচনা চলাকালে প্রতিটি দলের আলোচনা সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা বুঝার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে পুনরায় সহায়তা করুন;
- উন্মুক্ত আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন;
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে প্রশ্ন করার মাধ্যমে অধিবেশনের শিখন যাচাই করুন;

জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির জন্য

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

মেয়াদ- ০১ দিন

ওরিয়েন্টেশন সূচি

সময়	অধিবেশন শিরোনাম	বিষয়বস্তু
সকাল ১০:০০	প্রাক-প্রশিক্ষন কার্যক্রম	কোর্সের উদ্বোধন ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা এবং পরিচয় পর্ব
সকাল ১০:১৫	বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা	বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কাঠামো, সাফল্য, জেন্ডার প্রেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার
সকাল ১০:৪৫	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স	জেন্ডার ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্সের সম্পর্কে ধারনা এবং প্রয়োজনীয়তা
সকাল ১১:৪৫	নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা	দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কে ধারনা, নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা
দুপুর ১২:৩০	নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাসে রাষ্ট্রীয় দিক নির্দেশনা	জাতীয় চালিকা শক্তিসমূহে উল্লেখিত নির্দেশনা সমূহ (দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং জাতীয় উন্নয়ন নীতি ২০১১)
দুপুর ০১:০০	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স প্রতিষ্ঠায় জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির করনীয়	ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়ে, হুসিয়ারি ও সতর্কীকরন পর্যায়
দুপুর ০১:৪৫	প্রশিক্ষনোত্তর কার্যক্রম	কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী
দুপুর ০২:০০	কোর্সের সমাপ্তি	

প্রাক ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম

বিষয়বস্তু :
কোর্সের উদ্বোধন ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা এবং পরিচয় পর্ব

উদ্দেশ্য :
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝতে ও অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।।

পদ্ধতি :
বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন

উপকরণ :
কোর্সের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড

সময় : ১৫ মিনিট

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	উদ্বোধন ও উদ্দেশ্য ব্যাখা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা আলোচনা, প্রদর্শন এবং উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড
২	পরিচয় পর্ব, দল গঠন	১০ মিনিট	ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিচয়দান	সাজানো খেলার লিখিত চিরকুট

পাঠ বিন্যাস

ধাপ ১ : উদ্বোধন ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা

- আমন্ত্রিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান;
- পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শন করে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করুন। এক্ষেত্রে সহায়ক তথ্যের সহায়তা নিন;
- এরপর আমন্ত্রিত প্রধান/বিশেষ অতিথিকে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করতে অনুরোধ জানান।

ধাপ ২ : পরিচিতি

- অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ পরিচয় (নাম, পদবি, বিভাগ/প্রতিষ্ঠান)প্রদানের জন্য অনুরোধ করুন;
- পরিচয়পর্ব শেষে প্রাক প্রশিক্ষন কার্যক্রম সমাপ্তি করুন।

ওরিয়েন্টেশন উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো

সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

এই মডিউলের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো :

- বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা;
- জন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স;
- নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা;
- নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাসে রাষ্ট্রীয় দিক নির্দেশনা;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স প্রতিষ্ঠায় জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির করনীয়।

অধিবেশন : ১

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা

বিষয়বস্তু :
বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কাঠামো, সাফল্য, দুর্যোগে জেন্ডার প্রেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার

উদ্দেশ্য :
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কাঠামো, সাফল্য, দুর্যোগে জেন্ডার প্রেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার সম্পর্কে বুঝতে ও অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি :
বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন

উপকরন :
বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড

সময় : ৩০মিনিট

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন	বক্তৃতা-আলোচনা
২	বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড
৩	দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার কাঠামো,	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড
৪	দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার সাফল্য	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড
৫.	দুর্যোগে জেন্ডার প্রেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড
৬.	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	

পাঠ বিন্যাস

- **ধাপ-১**
  - অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশন পরিচালনার কাজ শুরু করুন।

- **ধাপ-২**
  - প্রশ্ন করে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের ঝুঁকি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন;
- **ধাপ-৩**
  - প্রশ্ন করে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার কাঠামো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন;

- **ধাপ-৪**
  - প্রশ্ন করে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার সাফল্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন;

- **ধাপ-৪**
  - সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগে জেন্ডার প্রেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করুন;
- **ধাপ-৫**
  - অধিবেশনের শিখন অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা বোঝার চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের যদি কোন ঘাটতি থাকে তবে তা পুনরায় আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করুন;
  - সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ও দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা

দুর্যোগ প্রেক্ষাপট:

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিপ্রবণ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা, খরা, টর্নেডো, ভূমিকম্প, নদীর তীর ভাঙন ও ভূমিধ্বস- এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহ বাংলাদেশের নিত্য সঙ্গী। সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারনে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমশই বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে পৃথিবীর ঝুঁকি প্রবন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিশেজ্ঞদের মতে, ভূমিকম্পের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকি প্রবন। এছাড়াও, অপরিকল্পিত নগরায়ন, অধিক জনসংখ্যা, নগরে বসবাসকারীদের অসচেতনতা, প্রয়োজনীয় সেবার অপ্রতুলতা, বায়ু দূষন, শব্দ দূশন, পানি দূষন ইত্যাদির কারনে নগরে বসবাসকারীদের দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রাও কয়েকগুন বেড়ে গিয়েছে। এসব প্রাকৃতিক এই দুর্যোগগুলো মানুষের জীবন-জীবিকা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডকে নানাভাবে ব্যাহত করছে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আগামী ২০২১ সাল নাগাদ মধ্য আয় এবং ২০৪১সাল উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহের আঘাত দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মারাত্মক হুমকি।

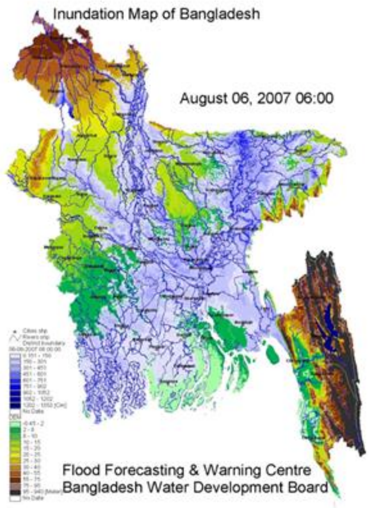

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কাঠামো:

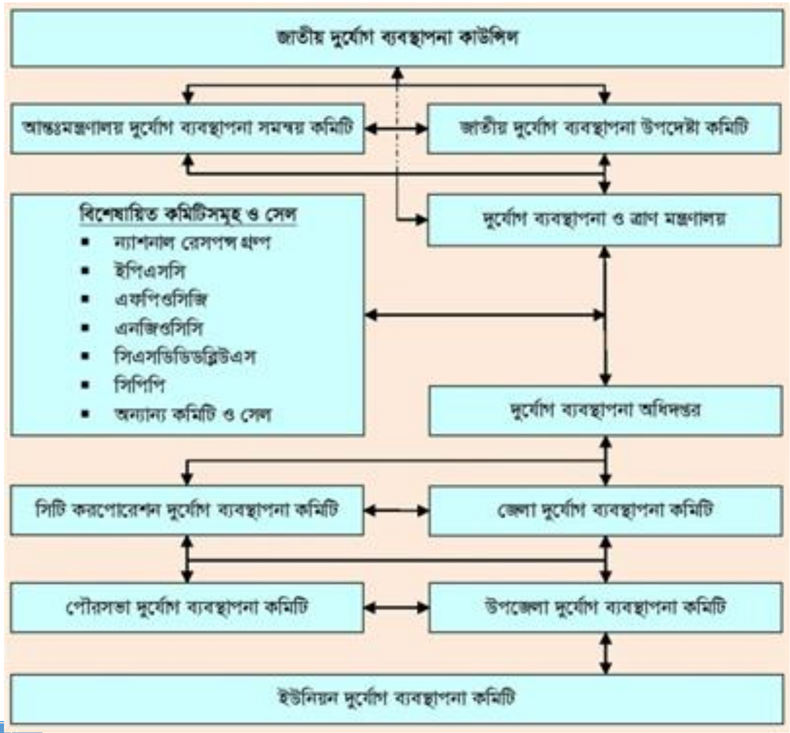

স্বাধীনতার উষালগ্নেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন,প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশে কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কর্মসূচিতে তিনি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা হয় ত্রান

মন্ত্রনালয়, যা আজ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয় নামে পরিচিত। কার্যকর দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার লক্ষ্যে এই মন্ত্রনালয়ের অধীনে জাতীয় এবং স্থানীয় (সিটি কর্পোরেশন জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড) পর্যায়ে গঠন করা হয়েছে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সম্মানিত উপদেষ্টা, মন্ত্রী, সচিব, বিশেষজ্ঞ, সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, গন্যমান্য, চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্বেচ্ছাসেবক এবং ঝুঁকি প্রবন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততায় জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে এসব কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা নীতিমালাঃ

কার্যকর ও সমন্বিত দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার লক্ষ্যে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রনয়ন করেছে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা নীতিমালা। এসব নীতিমালার মধ্যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ অন্যতম। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বৈশ্বিক দলিল সেন্দাই ফ্রেম ওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকসন (এসএফডিআরআর)২০১৫-৩০ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা ২০৩০- এর সাথে সঙ্গতি রেখে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার নীতিমালাসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং আসন্ন ৮ম পঞ্চ-বাষির্কী পরিকল্পনা প্রনয়ন কার্যকর দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কার্যক্রম

বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় দুই ধরনের কৌশল অনুসরন করা হয়। একটি কাঠামোগত কৌশল এবং অপরটি অকাঠামোগত কৌশল। ভৌগলিক অবস্থান, রাষ্ট্রীয় সীমিত সক্ষমতা এবং টেকসই উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে কার্যকর দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় কাঠামোগত কৌশল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য খুব একটা সহজ কাজ নয়। তথাপি, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তায় ও ঝুঁকি প্রশমনে বাঁধ সংস্কার ও নির্মান, আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার ও নির্মান, সড়ক ও রাস্তাঘাট নির্মান, অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ন, গবেষনা কেন্দ্র নির্মান, প্রশিক্ষন কেন্দ্র নির্মান ইত্যাদি কাঠামোগত উন্নয়নে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ও সম্পদ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। কাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত।

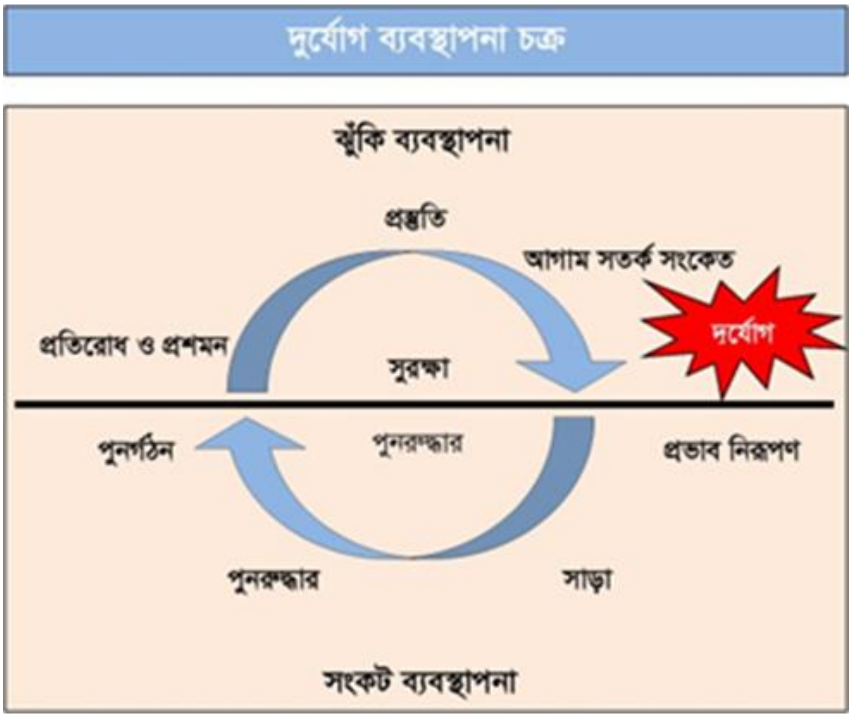

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ১৯৭২ সালে গড়ে ওঠা ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। প্রায় ৫৬ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী আজ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মানুষের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সদা প্রস্তুত। সম্প্রতি সরকার ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে বন্যা প্রবন এলাকায় স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততায় বন্যা প্রস্তুতি কর্মসুচি বাস্তবায়নের উদ্দ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে, নগর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নেতৃত্বে ৬২হাজার নগর স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৫ হাজারেরও বেশি নগর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। তৃনমূল পর্যায়ে দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি সমূহ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ জরুরি সাড়াপ্রদানে দক্ষতা বাড়াতে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বাড়াতে নানাধরনের কর্মসুচি গ্রহন করা হয়েছে। দুর্যোগ প্রস্তুতি সম্পর্কে জন সচেতনতা বাড়াতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। নগর ও গ্রামীন প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সরকার আরবান ও ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স কর্মসূচি গ্রহন করেছে।

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার সাফল্য

বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১০টি ভয়াবহ ঘুর্ণীঝড় ও ১০টি বন্যা আঘাত করেছে। এসব দুর্যোগে সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হলেও প্রান হানির ঘটনা ঘটেছে খুবই কম। ১৯৭০ সালে ঘুর্নিঝড়ে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ প্রান হারিয়েছিল। তখন দেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। অথচ ২০০৭ সালে দেশের জনসংখ্যা যখন প্রায় ১৫ কোটি তখন অধিক শক্তি সম্পন্ন ঘুর্নিঝড় সিডরে প্রানহানির সংখ্যা ছিল ৩ হাজারের কিছু বেশি। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘূর্নিঝড়গুলোতে প্রান হানির সংখ্যা এক অংকে অর্থাৎ ১০ এর নিচে নেমে এসেছে। এই সাফল্যের অন্যতম কারন সরকারের গৃহিত কর্মসুচি সমূহ। এই কারনে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় ভবিষৎ অঙ্গীকার

উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ দুর্যোগ মোকাবিলার মাধ্যমে অর্জিত শিখনের ভিত্তিতে প্রতিনিয়ত দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার ঘাটতি গুলোকে চিহ্নিত করে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার কৌশলকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। বিগত এক দশকের বেশি সময়ে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের ভুমিকা বিশ্বব্যাপি প্রশংসিত হলেও নানা কারনে এখনও বাংলাদেশে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি খুবই বেশি। ‘কাউকে পিছনে ফেলে নয়’ বৈশ্বিক এই মতাদর্শের সাথে একমত পোষণ করে একীভূত দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার স্বপ্ন দুর্যোগে সবচেয়ে অসহায় মানুষের ক্ষতি ও ভোগান্তি সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনা। “জেন্ডার রেসপন্সিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকসন এন্ড রেজিলিয়েন্স”-সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বাড়ানো একীভুত দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বাস্তবায়নে সরকারের অঙ্গীকারের বহিঃ প্রকাশ। এই অঙ্গীকার পূরনের মাধ্যমে নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অধিবেশন-২

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স

বিষয়বস্তু :
জেন্ডার ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্সের সম্পর্কে ধারনা এবং প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য :
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন জেন্ডার ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স এবং এর- প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে ও অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি :
ধারনা প্রকাশ, বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন এবং উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা

উপকরন :
বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড

সময় : ১ ঘন্টা

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন	বক্তৃতা-আলোচনা
২	জেন্ডার সম্পর্কে ধারনা	২০ মিনিট	ধারনা প্রকাশ, বক্তৃতা-আলোচনা, প্রদর্শন এবং উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড
৩	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে ধারনা	২০ মিনিট	ধারনা প্রকাশ, বক্তৃতা-আলোচনা, প্রদর্শন এবং উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড
৪	জেন্ডার ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্সের প্রয়োজনীয়তা	১০ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড
৫	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-	

পাঠ বিন্যাস

- **ধাপ-১**
    - অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশন পরিচালনার কাজ শুরু করুন;
- **ধাপ-২**
    - সহায়ক তথ্য অনুযায়ী জেন্ডার সম্পর্কিত কয়েকটি মন্তব্য পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন;
    - অংশগ্রহনকারীদের কে, কোন মন্তব্যটি/গুলো সমর্থন করেন এবং কেন সমর্থন করেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানুন;
    - একজনের মতামত অন্য অংশগ্রহনকারীগন সমর্থন করেন কিনা সে সম্পর্কে অন্যদের মতামত জানুন;
    - এভাবে প্রানবন্ত বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি ও বিতর্ক পরিচালনার মাধ্যমে জেন্ডার সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারনাগুলো জানুন এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলোকে বোর্ডে মোটা দাগে নোট আকারে লিপিবদ্ধ করুন;
    - অংশগ্রহনকারীদের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলোকে উল্লেখ পূর্বক সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারনাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করুন;
- **ধাপ-৩**
    - সহায়ক তথ্য অনুযায়ী জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কিত কয়েকটি মন্তব্য পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন;
    - অংশগ্রহনকারীদের কে, কোন মন্তব্যটি/গুলো সমর্থন করেন এবং কেন সমর্থন করেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানুন;
    - একজনের মতামত অন্য অংশগ্রহনকারীগন সমর্থন করেন কিনা সে সম্পর্কে অন্যদের মতামত জানুন;
    - এভাবে প্রানবন্ত বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি ও বিতর্ক পরিচালনার মাধ্যমে জেন্ডার সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারনাগুলো জানুন এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলোকে বোর্ডে মোটা দাগে নোট আকারে লিপিবদ্ধ করুন;
    - অংশগ্রহনকারীদের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলোকে উল্লেখ পূর্বক সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারনাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করুন;
- **ধাপ-৪**
    - প্রশ্ন করে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন;
- **ধাপ-৫**
    - অধিবেশনের শিখন অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা বোঝার চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের যদি কোন ঘাটতি থাকে তবে তা পুনরায় আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করুন;
    - সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

জেন্ডার

বেশির ভাগ সমাজে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব, কাজ সম্পদে প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় বৈষম্য রয়েছে। একটি সমাজ যেভাবে তার বিদ্যমান সংস্কৃতির আলোকে নরী-পুরুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ, ভুমিকা ও দ্বায়িত্ব, আচার ও ব্যবহার, রীতিনীতি আরোপ করে এবং নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারন করে দেয় তাই 'জেন্ডার'। জেন্ডার সময়, দেশ, সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হয় এবং তা পরিবর্তনযোগ্য।

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক ও মানুষিক সক্ষমতার ভিন্নতার কারণে কোন কোন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি বেশি। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বৈষম্য, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি কারনে নারী, শিশু, বয়ষ্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি অন্যদের থেকে বেশি। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার ভিশন (স্বপ্ন) হলো-এ ধরনের সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি, ক্ষতি ও ভোগান্তি সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনা। এমতাবস্থায়, সকল জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টিকে বিবেচনায় এনে নারী, শিশু, বয়ষ্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহনে বা সম্পৃক্ততায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রনয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন,ও মূল্যায়ণই হচ্ছে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স

'ডিজাষ্টার রেজিলিয়েন্স' শব্দের অর্থ পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী, ব্যাক্তি বা রাষ্ট্রের দুর্যোগ মোকাবিলার সামর্থ। এই সামর্থের মধ্যে রয়েছে ইতিবাচক মানসিকতা, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুশীলন। অর্থাৎ দুর্যোগ আঘাত করতে পারে সেজন্য মানষিকভাবে প্রস্তুত থাকা, দুর্যোগ আঘাত করলে ঝুঁকি ও ক্ষতি কমাতে কি করতে হবে সে বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা, নিয়মিত জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলন করা, দুর্যোগ পরিস্থিতিতে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলা- দুর্যোগ মোকাবিলায় এসব সামর্থ রয়েছে এমন পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী, ব্যাক্তি বা রাষ্ট্রকে আমরা ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

জেন্ডার সম্পর্কে মন্তব্য

- নারী-পুরুষ সমতা;
- নারী-পুরুষ সম্পর্ক;
- নারী-পুরুষ বৈষম্য ;
- নারী-পুরুষ সমমর্যাদা;
- নারী-পুরুষ সমঅধিকার;
- নারী-পুরুষ শারিরীক বৈশিষ্ট্য;
- সমাজ নির্ধারিত রীতিনীতি;
- জেন্ডার পরিবর্তনশীল।

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে মন্তব্য

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মকান্ডে নারীকে প্রধান্য দেয়া;
- দুর্যোগ সতর্কবার্তা নারীর কাছে নিশ্চিত করা;
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নারীর ব্যবহার উপযোগী করে নির্মান করা;
- জরুরী পরিস্থিতিতে নারী বিশেষ চাহিদা জানা;
- অপসারন কার্যক্রমে নারীকে প্রাধান্য দেয়া;
- ত্রান ও পুর্নবাসন কার্যক্রমে নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া;
- রাষ্ট্রের সেবা পাওয়া রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর অধিকার;
- রাষ্ট্রের সকল জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ঝুঁকি প্রবন এলাকার সকল জনগোষ্ঠীর কাছে দুর্যোগ সতর্কবার্তা নিশ্চিত করা;
- জরুরী পরিস্থিতিতে বয়স, লিঙ্গ, এবং শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা ভিন্নতা বিবেচনা করে জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা জানা;
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সকল জনগোষ্ঠীর ব্যবহারের উপযোগী করে নির্মান করা।

অধিবেশন : ৩
নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা

বিষয়বস্তু :
দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কে ধারনা, নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নির্ধারন

উদ্দেশ্য :
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কে ধারনা, নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কে বুঝতে ও অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি :
ঘটনা বিশ্লেষণ, ছোট দলে আলোচনা, প্রদর্শন ও উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা

উপকরন :
বিষয় সম্পর্কিত ঘটনা, ছবি ও লিখিত স্লাইড

সময় : ৪৫ মিনিট

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন	বক্তৃতা-আলোচনা
২	দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কে ধারনা	১০ মিনিট	প্রদর্শন ও উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত ছবি ও লিখিত স্লাইড
৩	নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নির্ধারন	১৫ মিনিট	ছোট দলে ঘটনা বিশ্লেষণ	ব্রাউন পেপার, পারমানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ ও বিষয় সম্পর্কিত ঘটনা
৪	নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা উপস্থাপন	১০ মিনিট	দলীয় উপস্থাপনা ও উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড
৫	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	

পাঠ বিন্যাস

ধাপ-১

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশন পরিচালনার কাজ শুরু করুন।

ধাপ-২

- ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কিত একটি ছবি পওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন এবং ছবিটি পর্যালোচনার মাধ্যমে ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করার জন্য অংশগ্রহনকারীদের অনুরোধ করুন;
- প্রশ্ন করে দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন;

ধাপ-৩

- অংশগ্রহনকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করুন এবং প্রাতিটি দলকে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী বিষয় সম্পর্কিত ঘটনা বিশ্লেষনের জন্য বিতরন করুন;
- প্রতিটি দলকে নিজ নিজ দলের ঘটনা বিশ্লেষনের মাধ্যমে দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য দলীয় কাজ নির্ধারন করে দিন;

ধাপ-৪

- দলীয় কাজ শেষে, প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় কাজের ফলাফল উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপনা শেষে অন্য দলগুলোকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করুন;
- দলগুলোর উপস্থাপনা শেষে, সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহনকারীদের ধারনাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করুন;

ধাপ-৫

- অধিবেশনের শিখন অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা বোঝার চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের যদি কোন ঘাটতি থাকে তবে তা পুনরায় আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করুন;
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

ঝুঁকি

ঝুঁকি: আপদ, বিপদাপন্নতার উপাদান এবং পরিবেশের আন্তঃক্রিয়া বা সম্মিলন ও সক্ষমতার ফলে উদ্ভুত সম্ভাব্য ক্ষতিকর অবস্থা ।ঝুঁকি = আপদ+বিপদাপন্নতা/সক্ষমতা।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা: কোন জনগোষ্ঠীর আর্থসাামাজিক, ভৌগলিক ও পরিবেশগত বিদ্যমান এমন অবস্থা যা প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট আপদের প্রভাবে বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জনগোষ্ঠীর খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রত্যাশিত ক্ষমতাকে ভঙ্গুর, দুর্বল অদক্ষ ও সীমাবদ্ধ করে।

সহায়ক তথ্য : দুর্যোগে নারীরর ঝুঁকি:

- আহত বা নিহত হওয়ার ঝুঁকি;
- পরিবারের অতিরিক্ত কাজের চাপ;
- যৌন হয়রানির ঝুঁকি;
- পাচার হওয়ার ঝুঁকি;
- পারিবারিক বিচ্ছেদ;
- স্বাস্থ্য-হানী;
- শারিরীক ও মানসিক নিপীড়ন;

সহায়ক তথ্য : দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর বিপদাপন্নতা

ঝুঁকি হ্রাস পর্যায়ে বিপদাপন্নতা

- দুর্যোগ ভেদে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে জানার সুযোগ না থাকা
- আপদকালীন সময়ে পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা না থাকা
- দুর্যোগের সতর্কতা বার্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা
- গৃহস্থালীর সম্পদ ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি অধিক নজর দেয়ার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন হয়
- সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো নিয়ে নারীরাই বেশী ব্যস্ত থাকে
- কুসংস্কারে বিশ্বাসী
- আয়মূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কম

হুঁসিয়ারী ও সতর্কীকরন পর্যায়ে বিপদাপন্নতা

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্যোগ সতর্কবার্তা পায় না;
- পারিবারিক প্রস্তুতিমূলক কাজে পুরুষ সদস্যরা সহযোগিতা করে না;
- আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না;

- গর্ভবতী, সদ্য প্রসূতি, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ ও বয়স্ক নারী সদস্যদের নিরাপত্তা বিধানে পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উদ্যোগের অভাব।

দুর্যোগ চলাকালে বিপদাপন্নতা

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের উপর নির্ভরশীল
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের (গর্ভবতী ও প্রসুতী) প্রবেশগম্যতা উপযোগী নয়
- দুর্যোগকালীন সময়েও পরিবারের সদস্যদের খাদ্য নিশ্চিত করতে হয়
- নারীদের বিশেষ চাহিদাগুলো জানা হয় না
- নারীদের উপযোগী পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকা
- পরিবারের শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখা
- নিজের অসুস্থতা
- সাহায্যকারীর অভাব
- পারিবারিক সম্পদ রক্ষায় ব্যস্ত থাকে
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তার অভাব
- আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতীদের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকে না

দুর্যোগ পরবর্তীতে বিপদাপন্নতা

- নারীদের জন্য স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন আলাদাভাবে ব্যবস্থা না থাকা
- নিজেদের প্রয়োজনীয়তা না ভেবে অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা
- পরিবারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাড়তি চাপ উপলব্ধি করা
- ত্রাণ কার্যে নারী উপেক্ষিত
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারীকে অবহেলা করা

একজন রাহেলার গল্প

(শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় প্রয়োগযোগ্য)

আমি রাহেলা। কক্সবাজার জেলাধীন টেকনাফ উপজেলার শাহ্‌পরীর দ্বীপে আমি বাস করি। ১৫ বছর আগে স্বামীর সাথে ছারাছারি হওয়ার পর মেয়ে কুসুমকে নিয়ে আমি আমার বাবার বাড়ীতে থাকি। এখন আমার বয়স ৩০, আমার মেয়ে কুসুমের বয়স ১৫। ১৪ বছর বয়সে পাশের গ্রামের এক প্রভাবশালী পরিবারে আমার বিয়ে হয়েছিল। "সুন্দরী মেয়ে, বাড়ীতে বেশিদিন থাকলে পাড়া প্রতিবেশীর কুনজরে পড়তে পারে"- এমনই ভয় থেকে বাবা-মা শিশু বয়সে আমার বিয়ে দিয়ে দেয়। যে বয়স পেতে চায় বাবার আদর আর মায়ের স্নেহ, সে বয়সে স্বামীর সংসার করতে এসে আমাকে নানা ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রামহীন ভাবে সংসারের নানা ধরনের কাজ করতে হতো। তারপরও একটু ভুল হলেই স্বামীসহ শ্বশুর-শ্বাশুরীর গাল মন্দ খেতে হতো। বছর না যেতেই অমি অন্তঃস্বত্তা হলাম এবং আমাদের ঘর আলোকিত করে আসল আমাদের মেয়ে কুসুম। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে নানা মিথ্যা অভিযোগে আমাকে শ্বশুর বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হয়। এ নিয়ে আমার বাবা অনেক সালিশ-দরবার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন কাজে আসেনি। আমার শ্বশুরবাড়ীর প্রভাব বেশি থাকায় কারনে কেউ এর প্রতিবাদ করেনি।

স্বামীর ঘর ছেড়ে বাবার ঘরে এসেও আমার বন্দী জীবনের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এখানেও আমাকে সংসারের সব কাজ করতে হয়। আমার মেয়ে কুসুমের অবস্থাও আমারই মতো। আমার জোয়ান বয়স এবং আমার মেয়ে বড় হচ্ছে, তাই আমাদের দুজনেরই স্বাধীনভাবে চলাফেরাই অনুমতি নেই। সাগরের কাছে হওয়ায় আমাদের এই এলাকাটি ঘূর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রবন। ১৯৯১সালে ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের এলাকায় অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল। যারা মারা গিয়েছিল তাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। মায়ের কাছে শুনেছি এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র থাকলেও বেপর্দা হওয়ার আশংকায় অধিকাংশ পরিবারের নারীরা আশ্রয়কেন্দ্রে যায়নি বা যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পরিবারের অনুমতি পায়নি। তাই শিশুসহ নারীরা বাড়িতে থাকার কারনে তাদের প্রানহানির সংখ্যা বেশি হয়েছিল। শুনেছি এখন এ বিষয়ে মানুষকে সজাগ করার জন্য এলাকায় অনেক মিটিং হয়। কিন্তু অনুমতি না থাকায় আমি এবং আমার মেয়ে সেসব মিটিংএ যেতে পারি না। ফলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হই।

গতবছর এলাকায় ঘূর্নিঝড় আঘাত করেছিল। এই এলাকায় আমার মতো নারীরা সময়মতো ঝড়ের আগাম খবর পায়না। কারন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাট-বাজর, মসজিদ-মাদ্রাসা ও স্কুল কলেজের মতো জনবহুল স্থানে ঝড়ের আগাম খবর প্রচার করা হয়। ঐসব স্থানে আমদের মতো নারীরা সাধারনত চলাফেরা করে না। তাই আব্বার কাছে প্রথম শুনলাম যে ঘূর্ণিঝড় আঘাত করতে পারে। পরিবারের আমার মতো নারীদের কাজের বোঝা আরও বেড়ে গেল। শুকনা খাবার জোগাড় করা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছগাছ করা, মূল্যবান সামগ্রী ও কাগজপত্র সাবধানে নিরাপদ স্থানে রাখা, গরু-ছাগল হাঁস-মুরগীর নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া- ইত্যাদি প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সাধারনত আমাদের মতো নারীরাই পরিবারে করে থাকে। গতবছরই প্রথমবারের মতো আব্বা-আম্মাসহ আমাদের ডেকে বললো আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য। আশ্রয়কেন্দ্রে অনেক মানুষ আশ্রয়

নিয়েছিল। আমার মতো নারীদের সংখ্যাও অনেক ছিল। কিন্তু নারীদের জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা ছিল না। একই ঘরে নারী-পুরুষ আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে আমাদের মতো নারীদের সমস্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে প্রস্রাব-পায়খানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। পায়খানাগুলোতে পানির ব্যবস্থাও ছিল না ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। ঝড়ে বিদ্যুৎ বন্ধ থাকায় আশ্রয় কেন্দ্রে কোন আলো ছিল না। নারীদের আশ্রয়কেন্দ্রে কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে তা জানার জন্য কেউ কোন উদ্যোগও নেয়নি। এসব নারীদের মধ্যে গর্ভবতী নারীও ছিল। আশ্রয়কেন্দ্র অবস্থানকালে একটি শিশুও জন্ম নেয়। কিন্তু আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতী নারীর পরিচর্যা ও চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমার সবচেয়ে সমস্যা হয়েছিল কুসুমকে নিয়ে। ঐ সময়ে ওর মাসিক চলছিল। কিন্তু ওর স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য কোন ব্যবস্থা আশ্রয়কেন্দ্রে ছিল না। তাছাড়াও, আশ্রয়কেন্দ্রে কিছু দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে ছিল। ওরা কুসুমের মতো কিশোরীদের নানাভাবে উত্যক্ত করছিল। নারী ও কিশোরীদের নিরাপত্তা বিধানে কোন ব্যবস্থায় ছিল না।

ঝড় থেমে যাওয়ার পর বাড়িতে এসে দেখি আমাদের বাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গিয়েছে। আশেপাশের বাড়িগুলোরও একই অবস্থা। না আছে আছে রান্নাঘর, শোবার ঘর না আছে পায়খানা। ঝড়ে সব শেষ। প্রথম দুই তিন দিন কুসুমকে নিয়ে পরিবারের অন্যদের সাথে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করেছি। বাসস্থান ও খাবারের অভাবের পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতাও ছিল নারীদের জন্য বড় সমস্যা। খোলা জায়গায় রান্না করা, খোলা জায়গায় শোয়া, আর প্রস্রাব-পায়খানার কথাতো বলবোই না। সকালে দিনের আলো ফোটার আগে আর সন্ধ্যার পর রাতের আঁধার ছাড়া প্রস্রাব-পায়খানার কথা কোন নারীই ভাবতে পারেনি। ফলে অনেক নারী অসুস্থ্য হয়ে পড়েছিল। অনেকেই ত্রান দিয়েছে কিন্তু সে ত্রান নারীর দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তি কমাতে কোন কাজেই আসেনি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের জন্য রান্না করা, দূর থেকে নিরাপদ পানি সংগ্রহ করা, সন্তান-সন্ততি লালন-পালন করা ইত্যাদি প্রতিটি নারীর জন্য ছিল পরিবারসহ বন্যার সাথে বেঁচে থাকার লড়াই। যে লড়াইয়ে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সহযোগীতা ছিল খুবই কম।

দিন বদলাচ্ছে, আমি শুনেছি সরকার এখন দুর্যোগে সকল জনগোষ্ঠীর (নারীসহ) ঝুঁকি, দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তি কমানোর মাধ্যমে সবার অধিকার নিশ্চিত করতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এখন আমার মনে একটাই শান্তি, আগামী যে কোন দুর্যোগে আমার কুসুমকে আমার মতো অসহায় পরিস্থিতিতে পরতে হবে না।

বিশেষ নির্দেশনা:

রাহেলার গল্পটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এবং গল্পটি বিশ্লেষনের মাধ্যমে নিচের বিষয়গুলো চিহ্নিত করুন:

ক. দুর্যোগের পূর্বে নারীর বিপদাপন্নতাগুলো কি কি?

খ. হুঁশিয়ারি, সতর্ক ও দুর্যোগ পর্যায়ে নারীর বিপদাপন্নতাগুলো কি কি?

গ. দুর্যোগ পরবর্তী পুর্ণবাসন ও পুর্ণগঠন পর্যায়ে নারীর বিপদাপন্নতাগুলো কি কি?

একজন রাহেলার গল্প

(শুধুমাত্র বন্যাপ্রবণ এলাকায় প্রয়োগযোগ্য)

আমি রাহেলা। কুড়িগ্রাম জেলাধীন চিলমারী উপজেলার অষ্টমীর চরে আমি বাস করি। ১৫ বছর আগে স্বামীর সাথে ছারাছারি হওয়ার পর মেয়ে কুসুমকে নিয়ে আমি আমার বাবার বাড়ীতে থাকি। এখন আমার বয়স ৩০, আমার মেয়ে কুসুমের বয়স ১৫। ১৪ বছর বয়সে পাশের গ্রামের এক প্রভাবশালী পরিবারে আমার বিয়ে হয়েছিল। "সুন্দরী মেয়ে, বাড়ীতে বেশিদিন থাকলে পাড়া প্রতিবেশীর কুনজরে পড়তে পারে"- এমনই ভয় থেকে বাবা-মা শিশু বয়সে আমার বিয়ে দিয়ে দেয়। যে বয়স পেতে চায় বাবার আদর আর মায়ের স্নেহ, সে বয়সে স্বামীর সংসার করতে এসে আমাকে নানা ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রামহীন ভাবে সংসারের নানা ধরনের কাজ করতে হতো। তারপরও একটু ভুল হলেই স্বামীসহ শ্বশুর-শ্বাশুরীর গাল মন্দ খেতে হতো। বছর না যেতেই অমি অন্তঃস্বত্তা হলাম এবং আমাদের ঘর আলোকিত করে আসল আমাদের মেয়ে কুসুম। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে নানা মিথ্যা অভিযোগে আমাকে শ্বশুর বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হয়। এ নিয়ে আমার বাবা অনেক সালিশ-দরবার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন কাজে আসেনি। আমার শ্বশুরবাড়ীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি থাকায় কেউ এর প্রতিবাদ করেনি।

স্বামীর ঘর ছেড়ে বাবার ঘরে এসেও আমার বন্দী জীবনের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এখানেও আমাকে সংসারের সব কাজ করতে হয়। আমার মেয়ে কুসুমের অবস্থাও আমারই মতো। আমার জোয়ান বয়স এবং আমার মেয়ে বড় হচ্ছে, তাই আমাদের দুজনেরই স্বাধীনভাবে চলাফেরাই অনুমতি নেই। ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝে হওয়ায় আমাদের এই এলাকাটি বন্যা ও নদী ভাঙন প্রবন। মায়ের মুখে শুনেছি, ১৯৮৮ সালের আমাদের এলাকায় বড় বন্যা হয়েছিল। মানুষের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্থদের অধিকাংশই নারী ও শিশু ছিল। মায়ের কাছে শুনেছি এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র না থাকার কারনে বন্যাকালীন সময়ে শিশুসহ নারীরা বন্যায় আক্রান্ত বাড়িতেই ছিল। তাই তাদের ক্ষতি অন্যদের চেয়ে বেশি হয়েছি। শুনেছি এখন এ বিষয়ে মানুষকে সজাগ করার জন্য এলাকায় অনেক মিটিং হয়। কিন্তু অনুমতি না থাকায় আমি এবং আমার মেয়ে সেসব মিটিংএ যেতে পারি না। ফলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হই।

গতবছর এলাকায় আরেকটি বড় বন্যা হয়েছিল। এই এলাকায় আমার মতো নারীরা সময়মতো বন্যার আগাম খবর পায়না। কারন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাট-বাজর, মসজিদ-মাদ্রাসা ও স্কুল কলেজের মতো জনবহুল স্থানে বন্যার আগাম খবর প্রচার করা হয়। ঐসব স্থানে আমদের মতো নারীরা সাধারনত চলাফেরা করে না। তাই আব্বার কাছে প্রথম শুনলাম যে নদীর পানি বাড়ছে, বড় বন্যার সম্ভাবনা আছে। পরিবারের আমার মতো নারীদের কাজের বোঝা আরও বেড়ে গেল। শুকনা খাবার জোগাড় করা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছগাছ করা, মূল্যবান সামগ্রী ও কাগজপত্র সাবধানে নিরাপদ স্থানে রাখা, গরু-ছাগল হাঁস-মুরগীর নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া- ইত্যাদি প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সাধারনত আমাদের মতো নারীরাই পরিবারে করে থাকে। আব্বা-আম্মাসহ আমাদের ডেকে বললো আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য। আশ্রয়কেন্দ্রে অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। আমার মতো নারীদের সংখ্যাও অনেক ছিল। কিন্তু নারীদের জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা ছিল না। একই ঘরে নারী-পুরুষ আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে আমাদের মতো নারীদের সমস্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে প্রস্রাব-পায়খানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। পায়খানাগুলোতে পানির ব্যবস্থাও ছিল না ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। নিরাপদ খাবার পানির সঙ্কট ছিল তীব্র। ফলে আশ্রয়কেন্দ্রে নানাধরনের পানিবহিত রোগ ব্যাধি দেখা দেয়। অনেক পরিবার বাঁধে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের

পরিস্থিতি ছিল আরও ভয়াবহ। বিশেষ করে বাঁধে অবস্থানকারী নারীরা ছিল সবচেয়ে অসহায়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের জন্য রান্না করা, দূর থেকে নিরাপদ পানি সংগ্রহ করা, সন্তান-সন্ততি লালন-পালন করা ইত্যাদি প্রতিটি নারীর জন্য ছিল পরিবারসহ বন্যার সাথে বেঁচে থাকার লড়াই। যে লড়াইয়ে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সহযোগীতা ছিল খুবই কম। এছাড়াও উন্মুক্ত পরিবেশে গোসল ও পায়খানা-প্রস্রাব নারীর মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা ছিল। আশ্রয়কেন্দ্রে ও বাঁধে আশ্রয় নেওয়া নারীদের কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে তা জানার জন্য কেউ কোন উদ্যোগও নেয়নি। এসব নারীদের মধ্যে গর্ভবতী নারীও ছিল। আশ্রয়কেন্দ্র অবস্থানকালে একটি শিশুও জন্ম নেয়। কিন্তু আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতী নারীর পরিচর্যা ও চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমার সবচেয়ে সমস্যা হয়েছিল কুসুমকে নিয়ে। ঐ সময়ে ওর মাসিক চলছিল। কিন্তু ওর স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য কোন ব্যবস্থা আশ্রয়কেন্দ্রে ছিল না। তাছাড়াও, আশ্রয়কেন্দ্রে কিছু দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে ছিল। ওরা কুসুমের মতো কিশোরীদের নানাভাবে উত্যক্ত করছিল। নারী ও কিশোরীদের নিরাপত্তা বিধানে কোন ব্যবস্থায় ছিল না।

বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর বাড়িতে এসে দেখি আমাদের বাড়িটি বন্যায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আশেপাশের বাড়িগুলোরও একই অবস্থা। না আছে আছে রান্নাঘর, শোবার ঘর না আছে পায়খানা। বন্যায় সব শেষ। প্রথম কয়েকদিন দিন কুসুমকে নিয়ে পরিবারের অন্যদের সাথে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করেছি। বাসস্থান ও খাবারের অভাবের পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতাও ছিল নারীদের জন্য বড় সমস্যা। খোলা জায়গায় রান্না করা, খোলা জায়গায় শোয়া, আর প্রস্রাব-পায়খানার কথাতো বলবোই না। সকালে দিনের আলো ফোটার আগে আর সন্ধ্যার পর রাতের আঁধার ছাড়া প্রস্রাব-পায়খানার কথা কোন নারীই ভাবতে পারেনি। ফলে অনেক নারী অসুস্থ্য হয়ে পড়েছিল। অনেকেই ত্রান দিয়েছে কিন্তু সে ত্রান নারীর দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তি কমাতে কোন কাজেই আসেনি।

দিন বদলাচ্ছে, আমি শুনেছি সরকার এখন দুর্যোগে সকল জনগোষ্ঠীর (নারীসহ) ঝুঁকি, দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তি কমানোর মাধ্যমে সবার অধিকার নিশ্চিত করতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এখন আমার মনে একটাই শান্তি, আগামী যে কোন দুর্যোগে আমার কুসুমকে আমার মতো অসহায় পরিস্থিতিতে পরতে হবে না।

বিশেষ নির্দেশনা:

রাহেলার গল্পটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এবং গল্পটি বিশ্লেষনের মাধ্যমে নিচের বিষয়গুলো চিহ্নিত করুন:

ক. দুর্যোগের পূর্বে নারীর বিপদাপন্নতাগুলো কি কি?

খ. হুঁশিয়ারি, সতর্ক ও দুর্যোগ পর্যায়ে নারীর বিপদাপন্নতাগুলো কি কি?

গ. দুর্যোগ পরবর্তী পুর্ণবাসন ও পুর্ণগঠন পর্যায়ে নারীর বিপদাপন্নতাগুলো কি কি?

অধিবেশন ৪

নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাসে রাষ্ট্রীয় দিক নির্দেশনা

বিষয়বস্তু :

নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাসে জাতীয় চালিকা শক্তিসমূহ, জাতীয় চালিকা শক্তিসমূহে উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ (দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং জাতীয় উন্নয়ন নীতি ২০১১)

উদ্দেশ্য :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাসে রাষ্ট্রীয় দিক নির্দেশনা সম্পর্কে বুঝতে ও অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি :

বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন

উপকরন :

বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড

সময় : ৩০ মিনিট

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা	
২	জাতীয় চালিকা শক্তিসমূহ	০৫মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড
৩	নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাসে জাতীয় চালিকা শক্তিসমূহে উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ	১৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রদর্শন	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড
৪	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	

পাঠ বিন্যাস

ধাপ-১

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশন পরিচালনার কাজ শুরু করুন।

ধাপ-২

- প্রশ্ন করে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাসে জাতীয় চালিকা শক্তিসমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

ধাপ-৩

- প্রশ্ন করে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাসে জাতীয় চালিকা শক্তিসমূহে উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

ধাপ-৪

- অধিবেশনের শিখন অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা বোঝার চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের যদি কোন ঘাটতি থাকে তবে তা পুনরায় আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করুন;
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

২.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন- ২০১২ (Disaster Management Act-2012)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে আইনটি ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। ২০১২ সালের ৩৪ নং এই আইনটি দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার নিমিত্তে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর ২৭(১) ধারায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা সম্পর্কিত নিম্নোক্ত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে-

সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য বা ঝুঁকিহ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণকরিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষত: বয়োবৃদ্ধ, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা ও ঝুঁকিহ্রাসকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

[ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অর্থে আর্থ-সামাজিক ও নানাবিধ সুবিধা হইতে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, উপ-জাতিক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

২.২ দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ (Standing Orders on Disaster 2019)

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক দলিল। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার এই আদেশাবলি প্রকাশ করে যা দেশে এবং বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। এই আদেশাবলির উদ্দেশ্যে হল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দ্দিষ্টকরণ। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে তাদের নিজস্ব কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কৌশল SODতে রয়েছে। ২০১০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করে । সম্প্রতি ২০১৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার -এর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় SOD-এর সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রূপরেখা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD)তে দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর (নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে এসব কমিটির করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে:

২.২.১ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে করণীয়:

- জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিকতার শ্রেণি, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী ও শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মনঃ সামাজিক সেবা পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

২.২.২ সতর্কীকরণ/ হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদানে করণীয়:

- সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রবীণ, গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে কি না; তা পর্যাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে এ সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.২.৩ দুর্যোগকালীন সাড়াদানে করণীয়:

- দুর্যোগকালে আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্যান্য স্থানে বসবাসরত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মানবিক সহায়তা-কর্যক্রমে তাদের অগ্রধিকার প্রদানসহ অত্যাবশকীয় চাহিদাপূরন ।

২.২.৪ পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন সাড়াদানে করণীয়:

- দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর (নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহের জন্য নিম্নে উল্লেখিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

২.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (Disaster Management Policy) - ২০১৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ -এর১৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে “জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫” প্রণয়ন করা হয় ও তা মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার প্রধান লক্ষ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের স্টোকহোল্ডারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।এই নীতিমালায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সকল জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তি সমূহের ভূমিকাকে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশে যে সকল প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ নিয়মিতভাবে আঘাত করে বাঘটার সম্ভাবনা থাকে সে জাতীয় দুর্যোগসমূহের আঙ্গিকেই ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদানে সংশ্লিষ্টদের করণীয় সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দান করেছে। এই নীতিমালায় ১০.১ অনুচ্ছেদে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত নির্দেশনা দেওয়া আছে:

- সমান অধিকরের সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রচার ও চর্চার মাধ্যমে নারীদের দুর্যোগের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা;
- গ্রাম ও স্থানীয় প্রশাসন থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল দুর্যোগ কমিটিতে নারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব বাধ্যতামূলকভাবে বৃদ্ধি করা;
- দুর্যোগে নারী জেন্ডার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষন করে নারীদের অভিজ্ঞতা, সন্তানের সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা ও সরকারি/বেসরকারি সকল দুর্যোগ সংক্রান্ত কর্মসুচিতে তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা;
- নারীকে সম্পদ, উৎপাদনশীল কাজ ও উপকরণ এবং দক্ষতা লাভে সাধারন ও বিশেষ সুযোগ প্রদান করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনকে গুরুত্ব দেয়া, নারীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা;
- দুর্যোগকালীন ও তার পরবর্তী সময়ে পরিবার ও জনগোষ্ঠীকে রক্ষা ও পুনর্নির্মাণে নারী যে অবদান রাখে তার স্বীকৃতি প্রদান করা;
- নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীল ও সংবেদনশীল সমাজ তৈরী করা;
- দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তীতে কিশোরী, তরুণী সকল নারীর শারীরিক ও যৌন ঝুঁকিহ্রাস নিশ্চিত করা;
- জরুরি অবস্থাতে যে ত্রান সামগ্রী বিতরন করা হয় তা নারী বান্ধব করা ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য সকল উপকরণাদি রাখা এবং গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা;
- বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, যেমন: কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সূচি ইত্যাদিতে বয়স্ক নারী, বিধবা, গর্ভবতী মহিলা ও নারী প্রধান পরিবারকে আরও বেশি অন্তর্ভুক্ত করা।

২.৪ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (National Disaster Management Plan) ২০১৬-২০২০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের ভিশন, মিশন এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে ২০১০-২০১৫ মেয়াদের জন্য ইতেপূর্বে জাতৗয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NPDM) প্রণয়ণ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্জন, শিক্ষণ ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশভাগীদের সমন্বিত ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহি আনয়নের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (SFDRR), টেকসই লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সহ জাতীয় পর্যায়ের প্রধান নীতি ও কৌশল (যেমন-সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা) এর মূলনীতি এবং কার্যক্রমগুলোর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তথা ঝুঁকি অবহিতমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা (Risk Informed Development Planning) প্রণয়নে বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের কথা বলা

হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে তা বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার স্বপ্ন, কৌশল ও অগ্রাধিকার নির্ধারণে অন্তর্ভুক্তকরণকে একটি মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং শ্রেণি, নৃগোষ্ঠী ও ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘূদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং লিঙ্গ সমতাকে সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে অগ্রধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করার জন্য বিশেষ দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

২.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Seventh Five Years Plan) ২০১৬-২০২০

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। আগামী পাঁচ বছর (২০১৬-২০২০) জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট গতিধারা চিত্রিত হয়েছে এই পরিকল্পনায়। এই পরিকল্পনায় ৫ বছরের নিচে শিশুর মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫০ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধ্যায় ১.৪ এ জেন্ডার ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের কার্যক্রমে দুর্যোগ চলা ও পরবর্তীকালে বয়স্ক, শিশু, নারী প্রধান পরিবার ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবিকা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২.৬ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (Cyclone Shelter Construction, Maintenance and Management Policy)-২০১১

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সাড়ে তিন কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ চরম ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের ছোবল থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংগঠন উপকূলীয় অঞ্চলে বেশ কিছু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে এবং আরো আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর কাঠামোগত নকশা এবং সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন রকম। দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণের কারণে ইতোমধ্যে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাতীয় বাজেটে সুনির্দিষ্ট খাত নেই। বাস্তব এই প্রেক্ষাপটে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে– উপকূলীয় এলাকায় নির্মিত, নির্মাণাধীন ও নির্মিতব্য বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো। এই নীতিমালায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতদের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে-

- আশ্রয়কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা অবশ্যই নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল জনগোষ্ঠীর ব্যবহার উপযোগী হতে হবে;
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সহজ ব্যবহার নিশিচত করা নিমিত্ত Ramp সুবিধা রাখতে হবে। প্রসূতির জন্য স্বতন্ত্র টয়লেট সুবিধাসহ নারীদের জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (National Women Development Policy)-২০১১

১৯৭২ সনে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত এ সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারনে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য করিবে না"। ২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে, "রাষ্ট্র ও গনজীবনের সর্বস্বরে নারী পুরুষের সমান অধকার লাভ করিবেন"। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রনয়ন করে।এর পরবর্তীতে ২০০৪ সালে উক্ত নীতিতে পরিবর্তন এনে তৎকালীন সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রনয়ন করে। সর্বশেষ আবারও উক্ত নীতিতে পরিবর্তন এনে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রনয়ন করা হয়। নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ৩৭ অনুচ্ছেদে দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষায় নিম্ন লিখিত নির্দেশনাবলি উল্লেখ করা আছে:

৩৭.১ দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকবিলা জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহন করা;

৩৭.২ নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যেগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুর পুনর্বাসন নিশ্চিত করা;

৩৭.৩ দুর্যোগ মোকবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তা বিষয়টি অগ্রধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা;

৩৭.৪ দুর্যোগে জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা। স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৩৭.৫ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় নারীদের বিপদ কাটিয়ে উঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।

৩৭.৬ সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রমকে আরো নারী-বান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।

৩৭.৭ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরন কার্যক্রম যেন নারীর চাহিদা পূরন করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।

৩৭.৮ দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।

৩৭.৯ গর্ভবতী ও প্রসুতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার রাখা।

৩৭.১০ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্থ নারীর কল্যান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

অধিবেশন ৫

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স প্রতিষ্ঠায় জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির করনীয়

বিষয়বস্তু :
ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়ে, হুঁসিয়ারি ও সতর্কীকরন পর্যায় এবং পুর্নবাসন ও পুর্নগঠন পর্যায়ে করনীয়

উদ্দেশ্য :
এই অধিবেশন শেষেঅংশগ্রহনকারীগন জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স প্রতিষ্ঠায় জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির করনীয় সম্পর্কে বুঝতে ও অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি :
বক্তৃতা-আলোচনা, ছোট দলে আলোচনা ও উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা

উপকরন :
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ অনুযায়ী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত হ্যান্ড আউট ও বিষয় সম্পর্কিত স্লাইড

সময় : ৪৫ মিনিট

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা	
২	ঝুঁকিহ্রাস, হুসিয়ারি ও সতর্কীকরন এবং পুর্নবাসন ও পুর্নগঠন পর্যায়ে করনীয় নির্ধারন	২০ মিনিট	ছোট দলে আলোচনা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ অনুযায়ী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত হ্যান্ড আউট ও বিষয় সম্পর্কিত স্লাইড
৩	ঝুঁকিহ্রাস, হুসিয়ারি ও সতর্কীকরন এবং পুর্নবাসন ও পুর্নগঠন পর্যায়ে করনীয় উপস্থাপন	১৫ মিনিট	দলীয় উপস্থাপনা ও উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত স্লাইড
৪	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	

পাঠ বিন্যাস

ধাপ-১

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশন পরিচালনার কাজ শুরু করুন।

ধাপ-২

- অংশগ্রহনকারীদের **৩টি দলে** বিভক্ত করুন এবং দল **৩ টির প্রতিটি সদস্যকে** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ অনুযায়ী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত হ্যান্ড আউট বন্টন করুন;
- হ্যান্ড আউটের আলোকে দল ৩ টিকে যথাক্রমে ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়, হুঁসিয়ারি/সতর্কীকরন ও দুর্যোগ পর্যায়, এবং পুর্নবাসন ও পুর্নগঠন পর্যায়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স প্রতিষ্ঠায় জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির করনীয় নির্ধারন করার জন্য দলীয় কাজ দিন;

ধাপ-৩

- দলীয় কাজ শেষে, প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধীকে দলীয় কাজের ফলাফল উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপনা শেষে অন্য দলগুলোকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করুন;
- দলগুলোর উপস্থাপনা শেষে, সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহনকারীদের ধারনাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করুন;

ধাপ-৪

- অধিবেশনের শিখন অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা বোঝার চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের যদি কোন ঘাটতি থাকে তবে তা পুনরায় আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করুন;
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

জেলা কমিটির দ্বায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকি-হ্রাস কার্যক্রম

(১) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটির (গ্রেড ‘এ’ পৌরসভা) গঠন ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ এবং উক্ত কমিটিগুলো যাতে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রশিক্ষনলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও জনসাধারনকে সহযোগিতা করতে পারে তা নিশ্চিতকরণ;

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষন ও কর্মশালার আয়োজন;

(৩) দুর্যোগ ঝুঁকি অন্তর্ভূক্তিকরণ, উন্নয়ন পরিক্লপনা ও কর্মসূচি প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবঙ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা নির্মানে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

(৪) উপজেলা কমিটির কাচ থেকে প্রাপ্ত, বিপদাপন্নতা, ঝঁকি ও ঝুঁকিহ্রাস-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে অনুরূপ সংকলিত প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরন;

(৫) ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, বন্যা ঘূর্নিঝড় ইত্যাদি দুর্যোগের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করণ, নিয়মিত হালনাগাদকরণ, মহড়া আয়োজনে সহায়তা প্রদানসহ এর বাস্তবায়ন;

(৬) উপজেরা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঈর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র সমন্বিত করে তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(৭) জেলার আওতাধীন উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে সমন্বিত করে জেরা পর্যাযে সার্বিক জুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রস্তুতকরা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(৮) জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার বাস্তবাযন অগ্রগতি পর্যারোচনা;

(৯) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে জেলা পর্যায়ের ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিতকরণ;

(১০) দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা জনসাধারণের বোধগম্য করতে এবং সচেতনতা বাড়াতে কার্যকর প্রচারকার্যক্রম পরিচালনা;

(১১) দক্ষতার সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য জেলায় কর্মরত সকল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংস্থাগুলোকে প্রস্তুতকরণ;

(১২) বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগ, যেমন: ঘূর্নিঝড়, বন্যা জলোস্বচ্চাস ইত্যাদির পূর্বভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৩)ভূমিধস, নদীভাঙন ইত্যাদি দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার আশাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারনকে সতর্ককরণ;

(১৪) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(১৫) জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত প্রচেষাটার মাধ্যমে ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেরা কমিটিসমূহের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযেঅগিতা প্রদান;

(১৬) জেলা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র তৈরিতে জায়গা নির্ধারণসহ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের উপকরণ এবং প্রযোজনীয় মানবিক সহায়তা সামগ্রী মজুত রাখার জন্য নিরাপ স্থানে গুদামঘড় স্থাপন;

(১৭) দুর্যোগকবলিত এলাকা থেকে জনসাধারনকে স্থানান্তর করতে নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান ও সমন্বয় সাধন;

(১৮) জেরা সদরে অবস্থিত আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

(১৯) ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি, ও উপজেলা কমিটিকে সক্রিয় করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন এবং আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্ধার ও জরুরি মানবিক সহায়তাসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা সহযোগীতা প্রদান;

(২০) উপজেলা পরিষদ, জেরা পরিষদ ও পৌরসভার সহযোগিতায় সতর্ক বার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম বিষযে ৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে ১ (এক) বার মহড়া আয়োজন;

(২১) ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR) সিস্টেমের মাধ্যমে সকর মোবাইল ফোন থেকে সার্বক্ষণিক প্রচারিত আবহাওয়া ও দুর্যোগ সতর্কবার্তা পেতে নির্ধরিত নম্বর ১০৯০ (টোল ফ্রি) ব্যবহারের প্রচারনা চারাতে উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান;

(২২) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও পরিচালনা;

(২৩) মনঃসামাজিক সেবা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষনের উদ্যোগ গ্রহণ।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁসিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) পূর্বভাস ও সতর্ক বার্তা প্রচার, উদ্ধার কার্যক্রমের সমুদয় প্রস্তুতি যাচাই ও উদ্ধারকারীদলকে প্রস্তুতকরণ এবং স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুসারে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর;

(২) দুর্যোগ-পূর্বাভাস কার্যকরভাবে অতি দ্রুত বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(৩) পূর্ব নির্ধরিত জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করা এবং প্রযোজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগনের প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি ও সুপেয় পান সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষন এবং প্রয়োজনীয় বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা গ্রহন;

(৫) স্থানীয় পর্যায়ের পানি বিশুদ্ধকরন পদ্ধতির ওপর মহড়ার আয়োজন এবং পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ। পাশাপাশি প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যবলেট মজুতের ব্যবস্থা গ্রহন;

(৬) জরুরি মেডিক্যাল টিম গঠন এবং সংক্ষিপ্ত নোটিশের পরিপেক্ষিতে সাড়াদান কাজে নিয়োজিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৭) প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ওষধ পর্যাপ্ত পরিমানে মজুদ নিশ্চিতকরণ;

(৮) জরুরি সাড়াদানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সময়সূচি নির্ধারণসহ কার্যক্রমের চেকলিষ্ট প্রস্তুতকরণ;

(৯) আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(১০) প্রবীণ, গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পৃথক ব্যবস্থা আছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে এর সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) স্থানান্তর, উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও প্রাথমিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র (নিয়ন্ত্রনকক্ষ) স্থাপন ও পরিচালনা;

(২) স্থনীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধা ব্যবহার করে জরুরি উদ্ধার কর্যক্রম সমন্বয় ও পরিচালনা এবং অধিক দুর্যোগ কবলিত উপজেলা ও পৌরসভায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উদ্ধারকারী দল প্রেরণ;

(৩) ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেরা ও জো পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তা-সামগ্রীরচাহিদা মোতাবেক বিতরন তদারকি;

(৪) দুর্যোগকালে নিয়োজিত উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৫) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র, বসতবাড়ি বা অন্যকোনো স্থানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

(৬) মৃত ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণিদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন তদারকি;

(৭) মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাছে এবং আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সার্থে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদান;

(৮) প্রয়োজনে অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা তদারকি;

(৯) জনসাধারনকে তাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন: গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, ফসলের বীজ, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি নিরপদ স্থানে স্থানান্তর কার্যক্রম তদারকি।

(ঘ) পুর্ণবাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদানঃ

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা কমিটির মাধ্যমে ডি-ফরমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই এবং মানবিক সহায়তা ও পুর্নবাসন-কার্যক্রমে চাহিদা ও অগ্রধিকার নিরূপণ;

(২) স্থানীয় চাহিদার পরিপেক্ষতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি মানবিক সহায়তা ও পুনর্ভাসন-কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলোকে সম্পৃক্তিকরণ এবং এ পরিকল্পনার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রাণালয়ে প্রেরণ;

(৩) সকল সেক্টরের সমন্বিত উদ্যোগে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নীতি অনুসরনপূর্বক ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ;

(৪) পুনর্বাসন কাজের জন্য প্রাপ্ত সম্পদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে প্রকৃত চাহির ভিত্তিতে উপজেলা ও পৌরসভাকে বরাদ্দ প্রদান এবং বিতরন কার্যক্রম তদারকি;

(৫) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের অধীনে প্রাপ্ত ও বিতরনকৃত সামগ্রীর হিসাব সংরক্ষণ ও অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয় এবং প্রয়েজণীয় ক্ষেত্রে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ;

(৬) দুর্যোগ কারণে বাস্তুচ্যুত জনগন পুনরায় যেন তাদের আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারে এবিষয়ে সহযোগিতা প্রদান;

(৭) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় দুর্যোগ কবলিত জনগনকে প্রয়োজনীয় মানসিক পরিসেবা প্রদানে সহযোগিতা প্রদান;

(৮) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিগণকে জরুরি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এর বাস্তবায়ন তদারকি;

(৯) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পুনর্বাসনে কৃষি উপকরণ প্রদানসহ মৌসুম বিবেচনায় বিকল্প ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান তদারকি এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন-কার্যক্রমের আওতায় দুর্যোগ সহনীয় ফসল াাবাদের প্রচলন ও সম্প্রসারণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

(১০) প্রনিসম্পদ ও মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন-কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন তদারকি;

(১১) জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়।

প্রশিক্ষনোত্তর কার্যক্রম

বিষয়বস্তু :
কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী
উদ্দেশ্য :
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন কোর্সের শিখনের আলোকে কোর্সটির কার্যকারিতা মূল্যায়নে সক্ষম হবেন।
পদ্ধতি :
মূল্যায়নপত্র পূরন এবং বক্তৃতা-আলোচনা
উপকরন :
মূল্যায়নপত্র পূরন
সময় : ১৫ মিনিট

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	প্রশিক্ষন মূল্যায়ন	১০ মিনিট	মূল্যায়নপত্র পূরন	মূল্যায়নপত্র
২	অংশগ্রহনকারী ও অতিথি কর্তৃক সমাপনী বক্তব্য ও ওরিয়েন্টেশন কোর্সের সমাপনী	০৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা	

পাঠ বিন্যাস

ধাপ- ০১

- প্রশিক্ষণ মূল্যায়নপত্র অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিতরণ করুন;
- প্রশিক্ষণ মূল্যায়নপত্র পূরণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের যথাযথভাবে অবহিত করুন;
- প্রশিক্ষণ মূল্যায়নপত্র পূরণ শেষে, সকল অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে পূরণকৃত মূল্যায়ন পত্র সংগ্রহ করুন;

ধাপ- ০২

- প্রশিক্ষণে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও শিখন সম্পর্কে অনুভূতি জানানোর জন্য ইচ্ছুক ০২ জন অংশগ্রহণকারী (০১ নারী, ০১ পুরুষ)-কে সমাপনী বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করুন;

ধাপ- ০৩

- সমাপনী বক্তব্য দানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণার জন্য আমন্ত্রিত অতিথিকে অনুরোধ করুন।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পত্র

(এই মূল্যায়ন পত্রের কোথাও আপনার নাম লিখবেন না কিংবা স্বাক্ষর দেবেন না)
টিক✓ চিহ্ন দিয়ে আপনার মতামত প্রকাশ করুন

১. প্রশিক্ষণটি কি আপনার প্রত্যাশা এবং উদ্দেশ্যের উপযোগী ছিল?

মোটেই না	১	২	৩	৪	৫	সম্পূর্ণভাবে

২. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (সিডিউল) কি উদ্দেশ্যাবলীর জন্য পর্যাপ্ত ছিল?

মোটেই না	১	২	৩	৪	৫	সম্পূর্ণভাবে

৩. প্রশিক্ষণটি কি দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়েছে?

ত্রুটিপূর্ণভাবে	১	২	৩	৪	৫	খুবভালভাবে

৪. প্রশিক্ষণটি কি প্রাণবন্ত ছিল?

মোটেই না	১	২	৩	৪	৫	সম্পূর্ণভাবে

৫. আপনি এই প্রশিক্ষণের মানের কী মূল্যায়ন করবেন?

খুবই নিম্নমানের	১	২	৩	৪	৫	চমৎকার

৬. এই প্রশিক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

ত্রুটিপূর্ণ ছিল	১	২	৩	৪	৫	খুব ভাল ছিল

৭. এই প্রশিক্ষণের কোন্ কোন্ বিষয় বা দিক আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো মনে হয়েছে?

৮. এই প্রশিক্ষণের কোন্ কোন্ বিষয় বা দিক আপনার কাছে খারাপ লেগেছে?

৯. এই প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয় আপনি কিভাবে আপনার কাজে লাগাবেন?

১০. প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য...